Date of Publication : 1st February, 2013 Price : Rs. 2

VOL-3, Issue 1 Postal Registration No. : KOL RMS/42/2013-2015
For circulation to Subscribers only RNI No.-WBBIL/2011/38613

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

তৃতীয় বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা এপ্রিল ২০১৩ চৈত্র-বৈশাখ ১৪১৯-১৪২০

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন	— ১
নববর্ষ ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাসঙ্গিকতা	— ২
স্মরণিকা	— ৩
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ	— ৩
বিশেষ অনুষ্ঠান	— ৪
২০১৩ মে মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী	— ৪
শোক সংবাদ	— ৪
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান	— ৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	— ৬

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ

প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033)6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

১৫ই এপ্রিল ২০১৩ ১লা বৈশাখ ১৪২০ এই দিনটি আমাদের কাছে একটি আশার দিন - যে দিনে নতুন জীবন শুরু করব, জীবন দেবতার আশীর্বাদে। আমাদের অন্তরে তিনি শুভ চেতনা দিয়েছেন যাতে গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন জীবন লাভ করি। নতুন বছরে আমাদের জীবনে যে সুখ, সম্মান, অর্থ, যশ, মান প্রতিষ্ঠা আসবে তা নয়। আমাদের এই জীবনেই সব কাজে আনন্দ লাভ করব এই তাঁর ইচ্ছা। তাই আনন্দময়ের ইচ্ছায় "শুভ নববর্ষ" আসুক মঙ্গলের বার্তা নিয়ে। সেই বার্তায় থাকবে দেবতার মঙ্গল বাণী। তা হ'ল তাঁর আহ্বানে আমরা যেন সর্বদা সাড়া দিতে পারি। নববর্ষের শুরুতেই তিনি হয়ত কঠিন পরীক্ষা করতেও পারেন। তবু যেন আমরা তাঁর বিধান শান্ত ভাবে যেন বুঝি, মেনে নিতে পারি। এও হল 'শুভ বার্তা'। কারণ কঠিনের মাঝেই তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত আছে। বিশ্ব কবির ভাষায় নির্ভয়ে তাঁকে বলব 'বজ্রে তোলো আগুন করে আমার যত কালো'। আমাদের মুহূর্তের ভয় নেই, থাকবে অবিরাম নির্ভরতা। শুনব কেবলই তাঁর অভয় বাণী। শুভ নববর্ষের শুভ চেতনা হল এই, যে মনের শ্রেষ্ঠ চিন্তাকে কাজে পরিনত করতে হবেই। যে কোন স্বার্থ নির্দ্বিধায় ত্যাগ করতেই হবে। সকলেই বলবেন এই সব কথা বলা বা লেখা খুব সহজ কিন্তু করা খুব কঠিন এই কথার উত্তরে এই টুকুই বলব আমরা তাঁর ইচ্ছাতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছি, তিনিই আমাদের বড় করে তুলছেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর প্রিয় হতে পারি নি। আমাদের সব চাহিদা যেমন তিনি মিটিয়ে চলেছেন তেমনিই তিনিই আমাদের তাঁর প্রিয় করে তুলবেন আমাদের তীব্র চেষ্টায় ও দৃঢ়তায়। এই দৃঢ়তা আসে দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতায়। আমাদের প্রত্যেক দিনে অগণিত ত্রুটি দেখেও যিনি ক্ষমা করছেন, সর্বদা না চাহিতেই যিনি জীবনের সব অভাব পূর্ণ করছেন তাঁর মঙ্গল কাজ আমরা সাধন করবই। এই দৃঢ়তা কি আমরা অন্তরে জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হব? তাহলে কেন সৃষ্টিকর্তা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানব সমাজে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করলেন? এর কোন উত্তর আমাদের জানা

নেই। তাই তাঁর যে কোন বিধান নির্দ্বিধায় মেনে নেবই অন্তরের কৃতজ্ঞতায়। তাঁর কাছে দেহ, মন, প্রাণ নিবেদন করলেই এই বিধান মেনে নেওয়া সহজ হয়। এর কারণ তিনি আমাদের মনকে তখন কঠিন করে তোলেন। সাহস, অধ্যবসায়, ধৈর্য, সহনশীলতা, তাঁর উপর নির্ভরতা সবই আমাদের দেন যাতে তাঁর ইচ্ছার বশবর্তী হই। শুভ নববর্ষের উপহার স্বরূপ নতুন জীবন দান করেন এইভাবে। আমরা অন্তর দিয়ে এই দান গ্রহণ করার মুহূর্তে বুঝতে পারব আমাদের মন অহৈতুকি, অযাচিত আনন্দে ভরে উঠছে। এই আনন্দের কোন সীমা পরিসীমা নেই। আজ এখন যত আনন্দ দেখব পর মুহূর্তে তা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারব আনন্দ বেড়েই চলেছে। এইভাবেই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা যায় তাঁর করুণায়। তাঁর করুণা বর্ষণ করেন আমাদের চেষ্টার আন্তরিকতায়। এই আন্তরিক চেষ্টাই হল সাধনা। এই সাধনা সার্থক হয় আন্তরিক প্রার্থনায়। বিরাম বিহীন প্রার্থনায় যেন ছেদ না থাকে। কষ্টে, নির্যাতনে, অপমানে আমাদের মহাপুরুষগণ কখনই তাঁদের প্রার্থনা বন্ধ করেন নি। নিদারুণ যন্ত্রণা সহজেই স্বীকার করতেন। মন প্রাণ তাঁর কাছে সহজেই সমর্পণ করতে পারতেন। অন্তরের দেবতা খুশি হতেন তাই তাঁরাও লাভ করতেন তাঁর সান্নিধ্য লাভের অপার আনন্দ। এই আনন্দ লাভ করাই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। একমাত্র "শুভলক্ষ্য" হোক আমাদেরও "শুভ নববর্ষে" আনন্দময়ের দেওয়া শুদ্ধ আনন্দে ভরপুর থাকা। ১লা বৈশাখ ১৪২০ - এর প্রথম থেকেই যেন অন্তরে মঙ্গলময়ের আহ্বান শুনতে পাই যে যা কিছু বিগত বছরের জীর্ণ, শীর্ণ মলিনতা আমাদের মনকে আক্ষেপে আচ্ছন্ন করতে চাইছে সে সব কিছুর অবসান হোক। যা কিছু সম্পদ আমাদের জীবনকে মঙ্গলময়ের প্রিয় করে তুলতে চাইছে তা যেন অন্তরে যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে পারি। ১৪১৯ এর ৩১শে চৈত্র ২০১৩ এর ১৪ই এপ্রিল বর্ষশেষ বহন করে আনুক কালিমা বর্জিত অদম্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার বিপুল আনন্দ। আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হতে থাকুক তাঁর মঙ্গলের বাণী যা হল তাঁর ইচ্ছার পরিপূর্ণতায় আমরা লাভ করব নব আনন্দ। তাঁর আনন্দের ঘোষণা আমরা শুনব যে — নতুন জীবন লাভ করব 'শুভ নববর্ষের' প্রতিটি দিনে। আমাদের প্রার্থনা তাঁর প্রিয় হোক, আমাদের হৃদয় হোক তাঁর বীণা, হৃদয় বীণা তাঁর আপন ইচ্ছায় বাজাবেন। আমরা ধন্য হব নিত্য নতুন সুরে তাঁর হাতে বেজে। বিশ্ব কবির গানে তাঁর কাছে নিবেদন করব

" কে গো অন্তরতর সে !
আমার চেতনা আমার বেদনা তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র, বাজায় হৃদয় বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ কত সুখে দুখে হরষে।"

— শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি

নববর্ষ ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাসঙ্গিকতা

জীবন পথের পথিক আমরা — আলো ছায়ায় ঘেরা যাত্রাপথটি ধরে এক অমোঘ নিয়মে অবিরাম আমাদের এই পথ চলা। দৈনন্দিনতার আবহে ঘেরা এই যাত্রাপথে চলতে চলতে একসময় দেখি বছর শেষের প্রহরটি সমাগত — পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে এল নতুনকে আবাহন করার দিন। নববর্ষের প্রাক্কালে একবার দেখে নিতে পারি বিগত বৎসরের অতিবাহিত সময়ের খাতার পাতাগুলি — নিজেদের ঘিরে থাকে যে ক্ষুদ্র গণ্ডী তার বাইরে বৃহৎ এর সঙ্গে কতটুকু যোগ স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছি আমরা — সামগ্রিক কল্যাণচিন্তায় মনকে কতটা নিয়োজিত করতে পেরেছি। নববর্ষ উৎসবের দিন, আনন্দের দিন, অন্তরে অধিষ্ঠিত পরম দেবতার কাছে জগতজনের মঙ্গলকামনার প্রার্থনা নিবেদন করার দিন। সকল কলুষ, সকল তমস থেকে উত্তীর্ণ হবার প্রার্থনা। সকল ভুলভ্রান্তি অবসাদ থেকে বিযুক্ত হয়ে সত্য ও মঙ্গলের পথে নিজেদের জীবনগুলিকে পরিচালিত করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নববর্ষকে আমরা বরণ করব আশা ও শুভসংকল্পের প্রদীপ জ্বালিয়ে। নববর্ষের প্রভাতে নব অরুণোদয় যেন নব আনন্দের সঙ্গে আমাদের চিত্তকে পুনর্বার জাগরিত করে কল্যাণকামী করে তোলে — অরূপসুন্দর দেবতার কাছে এই আমাদের সকলের প্রার্থনা।

নববর্ষের জাগরণের সুর আমাদের মনে করিয়ে দিতে পারে এক সর্বাঙ্গীন জাগরণের প্রয়োজনীয়তার পথে ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। সমাজ ও জীবন তখন মধ্যযুগীয় ভ্রান্ত ভাবনায়, অন্ধ আচার বিচার অনুশাসনে আবদ্ধ। ধর্মভাবনা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর করতলগত — নানা ক্ষতিকারক, অপ্রয়োজনীয় আচরণ বিধির প্রাধান্য — যথার্থ ঈশ্বচিন্তা নিতান্তই গৌন সমাজ জীবন ছিল এইসব বিধি বিধানের নিগড়ে আবদ্ধ। এই সময়ে আলোর দিশারী হয়ে এসেছিলেন রামমোহন এক অসাধারণ মুক্ত চিন্তার ধর্ম ভাবনার বাণী নিয়ে - এর সঙ্গে ছিল তাঁর সমাজ কল্যাণমূলক প্রগতিশীল কর্মধারার বিশাল ব্যাপ্তি। এরপরে এসেছেন আরো গুণীজন যাঁরা রামমোহন প্রদর্শিত পথে সমাজকে প্রগতির পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন। উনিশ শতকের যে সময় থেকে ব্রাহ্ম সমাজের যাত্রারম্ভ তখন যে তা অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক ছিল সে কথা অনস্বীকার্য। আজকের দিনে যখন মনে করি আমরা আধুনিকতা ও প্রগতির পথে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছি তখনও কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে ব্রাহ্ম সমাজ তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।

প্রথমেই মনে আসে রামমোহনের Universal Brotherhood এর কথা - এই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করবার এবং প্রতিষ্ঠা করবার প্রভূত ক্ষেত্র এখনো বর্তমান এবং এই পথেই একমাত্র সকল মানুষের মধ্যে এবং সকল দেশে দেশে আসতে পরে শান্তি ও সামগ্রিক মঙ্গল। এই মানব কল্যাণমুখী ভাবনাটি সকল জাতি সকল মানুষকে সাম্য ও মৈত্রীর পথে অনেকখানি অগ্রসর হবার সহায়ক হতে পারে। যুক্তিগত ও বিষয়গত ভাবে ব্রাহ্ম সমাজ এই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী — এখানে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার আহ্বান। আমরা এই ভাবনাটিতে আস্থা স্থাপন করে নিজেদের জীবনের সীমিত পরিসরে একে সত্য করে তুলতে প্রয়াসী হতে পারি — এই ভ্রাতৃত্ববোধের ভাবনায় ব্রাহ্মসমাজের প্রাসঙ্গিকতা সকল সময়েই সত্য। ক্রমশঃ

— শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

২রা এপ্রিল (১৮৯৬)	—	সাংবাদিক-সাহিত্যিক-সমালোচক যোগানন্দ দাসের ১১৭ তম জন্মদিবস।
৮ই এপ্রিল (১৮৯৪)	—	কথা-সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১১৯ তম জন্মদিবস।
১০ই এপ্রিল (১৮৯৫)	—	সীতা চৌধুরীর (রামানন্দ চ্যাটার্জীর কনিষ্ঠা কন্যা) ১১৮ তম জন্মদিবস।
১৩ই এপ্রিল (১৯২৯)	—	সমাজের একনিষ্ঠ সেবক শিবেন বসুর ৮৪ তম জন্মদিবস।
২৩শে এপ্রিল (১৯৯২)	—	ভারতরত্ন সত্যজিৎ রায়ের ২১ তম তিরোধান দিবস।
২৯শে এপ্রিল (১৮৯৩)	—	শান্তা নাগের (রামানন্দ চ্যাটার্জীর জ্যেষ্ঠা কন্যা) ১২০ তম জন্মদিবস।

—ঃ ২০১৩ এপ্রিল মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৭ই এপ্রিল ২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	-	যোগানন্দ দাস ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীপ্রদীপ বসু
রবিবার ২১শে এপ্রিল ২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত
রবিবার ২৮শে এপ্রিল ২০১৩	—	আচার্য	-	ডাঃ শুচেতা দেব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী মাধবী তালুকদার ও শ্রীমতী অভিনন্দা তালুকদার

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ—

রবিবার ৩১শে চৈত্র ১৪১৯	—	বর্ষ বিদায় ১৪১৯		
১৪ই এপ্রিল ২০১৩		আচার্য	-	শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	"মুক্তধারা"
সোমবার ১লা বৈশাখ ১৪২০	—	নববর্ষ ১৪২০ আবাহন		
১৫ই এপ্রিল ২০১৩		আচার্য	-	ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর
সকাল ৯-০০ টা		সঙ্গীত	-	ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী
				কৃতী ছাত্রী শ্রীমতী শ্রেয়সী চ্যাটার্জীর সম্বর্ধনা।
শনিবার ২০শে এপ্রিল ২০১৩	—			'দিন শেষে বসন্ত'
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		প্রার্থনা	-	শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
		সংকলন ও গ্রন্থনা	-	শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য
		সঙ্গীত পরিচালনা	-	শ্রীদেবাশিষ বসু

—ঃ ২০১৩ মে মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কর্মসূচী ঃ—

রবিবার ৫ই মে ২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	-	লেঃ কঃ ডাঃ মনীন্দ্রনাথ দস
		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী
বৃহস্পতিবার ৯ই মে২০১৩	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫২তম জন্মদিবস (২৫শে বৈশাখ)		
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		আচার্য	-	শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
		সঙ্গীত	-	যুবজন
রবিবার ১২ই মে২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	ব্রাহ্ম যুবজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

—ঃ শোক সংবাদ ঃ—

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ প্রয়াত লেঃ সুধীন্দ্রনাথ ঘটক ও প্রয়াতা সান্ত্বনা ঘটকের পুত্র, শ্রীমতী অঞ্জলি ঘটকের স্বামী, শ্রীনীলাঞ্জন ঘটক ও শ্রীমতী রুচিরা সিংহ রায়ের পিতা **শ্রীগৌতম ঘটক** ৭৪ বছর বয়সে কলকাতায় ভোর ৩-৩০ মিঃ পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৯ই মার্চ ২০১৩ প্রয়াত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন ও প্রয়াতা সন্ন্যাসীনী সেনের পুত্র, শ্রীমতী গায়ত্রী সেনের স্বামী ও শ্রীচিরঞ্জয় সেনের পিতা **শ্রীনীতীন্দ্রনাথ সেন** ৮৪ বছর বয়সে কলকাতায় দুপুর ২-৩০ মিঃ পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ১২ই মার্চ ২০১৩ মঙ্গলবার স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী বেনীমাধব দাসের পৌত্র, প্রয়াত নির্ম্মল চন্দ্র দাস ও প্রয়াতা শিবানী দাসের পুত্র, শ্রীমতী নন্দিনী দাসের স্বামী ও শ্রীমতী ইন্দ্রানী দাসের পিতা, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের কোষাধ্যক্ষ **শ্রীদেবব্রত দাস** কলকাতায় ভোর ২-৩৫ মিনিটে ৬৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ১৩ই মার্চ ২০১৩ বুধবার প্রয়াত লেঃ সুধীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মজুমদার ও প্রয়াতা মিতালী সিংহ মজুমদারের একমাত্র কন্যা, প্রয়াত প্রেমকুমার দত্তের পত্নী এবং শ্রীমতী সৌমিত্রা দত্তের মাতা **শ্রীমতী মীরা দত্ত** বরাহনগরে নিজগৃহে ৭৫ বছর বয়সে ভোর ১-৪৫ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ১৫ই মার্চ ২০১৩ শ্রীসঞ্জয় কুমার মান্না ও শ্রীমতী সুলেখা মান্নার পুত্র **শ্রীসম্রাট মান্না** ৩৫ বছর বয়সে কলকাতায়

সকাল ৯টায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ২১শে মার্চ ২০১৩ শ্রী সুভাষ মজুমদারের পত্নী, শ্রীসুমন মজুমদার ও শ্রীশমীক মজুমদারের মাতা শ্রীমতী সুনন্দা মজুমদার ৮১ বছর বয়সে রাত্রি ৮টায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ২৯শে মার্চ২০১৩ শনিবার প্রয়াত যোগানন্দ ব্রহ্মচারী (শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট প্রচারক) ও প্রয়াতা তারাসুন্দরী ব্রহ্মচারীর কন্যা, প্রয়াত পূর্ণেন্দুমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী, শ্রীমতী অলকা দত্ত, শ্রীপ্রসূন গাঙ্গুলী (ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের সম্পাদক) ও প্রয়াত প্রদীপ গাঙ্গুলীর মাতা এবং ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা **শ্রীমতী সুধীরা গাঙ্গুলী** কলকাতায় সকাল ৭-৪৫ মিঃ ৯০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল ১০-৩০ মিনিটে ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াতা অঞ্জলি বোসের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ মধুশ্রী ঘোষ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন নাতনি শ্রীমতী শ্রীয়া রায়চৌধুরী ও ভগ্নীপতি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায়।

বিগত ১৬ই মার্চ ২০১৩ সকাল ১০টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াত নীতীন্দ্রনাথ সেনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত , মানসী চট্টোপাধ্যায়, অনুরাধা বোস, সুরজিত ধর ও সুমন মজুমদার এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন পুত্র শ্রীচিরঞ্জয় সেন।

বিগত ১লা মার্চ ২০১৩ সকাল ১০টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াত গৌতম ঘটকের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীতপোব্রত ব্রহ্মচারী এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত, অনন্যা চ্যাটার্জী, রীণা দোলন গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জনা গুহ, দেবাশিষ বসু, সুরজিৎ ধর এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীঅর্ণব ঘটক, শ্রীমতী ওদিতি দত্ত, শ্রীমতী নূপুর ঘটক।

বিগত ২৩শে মার্চ ২০১৩ শনিবার সকাল ১২ টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াতা মীরা দত্তের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী, শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জী ও শ্রীসুমন মজুমদার। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীপ্রদোষ রঞ্জন দাস।

বিগত ২৪শে মার্চ ২০১৩ সকাল ১০-৩০ মিনিটে ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াত দেবব্রত দাসের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জী, মানসী চ্যাটার্জী, সুমন মজুমদার ও দেবাশীষ বোস। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীমতী ইন্দ্রানী সিম্পি (কন্যা), শ্রীমাহেশ সিম্পি (জামাতা) শ্রীমতী অপরাজিতা সিম্পি (নাতনী) শ্রীপ্রদীপ কুমার দাস (আত্মীয়), শ্রীবিশ্বজিত গুহ (বন্ধু), শ্রীস্বদেব রঞ্জন চৌধুরী (বন্ধু), শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত (বন্ধু) ও শ্রীনুরুল হাসান (বন্ধু)।

স্মরণ ঃ

প্রয়াতা অধ্যাপিকা শোভা ঘোষের স্মরণে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৩ এক ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন করেছিলেন তাঁর পরিবার পরিজনেরা, পঞ্চাননতলা বৈশালী অ্যাপার্টমেন্টে তাঁদের পারিবারিক বাসভবনে। সঙ্গীতে উপাসনা ও পাঠে অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী চন্দ্রা গুপ্ত, উদিতা রায়, বিজয়লক্ষ্মী দাস, অভীক ঘোষ ও সম্রাট গুপ্ত।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত মার্চ ২০১৩, সাপ্তাহিক উপাসনায় সোফিয়া ডব্‌সন্ কলেটের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। সাপ্তাহিক উপাসনায় শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত, শ্রীমতী সুজাতা ব্যানার্জী, ডঃ শুচিতা দেব, শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি (তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবার) ও শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী মাধবী তালুকদার ও শ্রীমতী অভিনন্দা তালুকদার, দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী অঞ্জনা গুহ, অনুরমা ভট্টাচার্য্য, অনুলেখা ব্যানার্জী, সুহিতা

ভট্টাচার্য্য, সুস্মিতা নাথ, মৃদুলা ব্যানার্জী, খুকু রায়, রত্না ব্যানার্জী, বিজয়লক্ষ্মী দাস, অনিন্দিতা সেন, জ্যোতি বানার্জী, শ্রীচন্দ্রা ব্যানার্জী, লক্ষ্মী খাস্তগীর, অবন সাহা, দীপাঞ্জন পাল, অম্লান চৌধুরী, বীরেশ্বর ভৌমিক, তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত, চতুর্থ রবিবার শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী এবং পঞ্চম রবিবার শ্রীমতী উদিতা রায়।

সঙ্গত সভা ঃ

বিগত ১৭ই মার্চ ২০১৩, রবিবার বিকেল ৫টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজে শ্রীসঞ্জীব মুখার্জির পরিচালনায় আচার্যদের সঙ্গত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীমতী সুনন্দা মজুমদার — ৭০০০ টাকা (র/নং ১৬৭৬); শ্রীমতী শুক্লা মিত্র (বিকেশ সিং এর চিকিৎসার জন্য) — ২০০ টাকা (র/নং ১৬৪২)।

লাইব্রেরী ফণ্ড ঃ শ্রীমতী মৃণালিনী মুখার্জি ও শ্রীমতী অর্পিতা গুহ ঠাকুরতা — ২৫০০ টাকা (র/নং ১৬৭৮)

ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ ডাঃ শুচেতা দেব (প্রয়াতা অঞ্জলি বোসের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ১৬৭১); শ্রী নীলাঞ্জন ঘটক (প্রয়াত গৌতম ঘটকের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ১৬৭৩); শ্রীমতী সুনন্দা (রত্না) রায়চৌধুরী (প্রয়াত নীতিন্দ্র নাথ সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ১৬৮২); শ্রীমতী নন্দিনী দাস (প্রয়াত দেবব্রত দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ১৬৮৬)

মেমোরিয়াল বিল্ডিং রিপেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীমতী মিত্রা দেব — ১৫০০ টাকা (র/নং ১৬৭৪);

দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ফণ্ড ঃ শ্রীমতী সুনন্দা মজুমদার — ৩০০০ টাকা (র/নং ১৬৮৩); শ্রীমতী মিত্রা দেব — ১৫০০ টাকা (র/নং ২৫৮); শ্রীগৌতম ঘটক — ১০০০ টাকা (র/নং ২৬১)।

নৈশ বিদ্যালয় ফণ্ড ঃ শ্রীআলোক বসু (শ্রীমান কবীর বোসের নবম জন্মদিন উপলক্ষে) — ৩০০ টাকা (র/নং ২৩৭); শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী — ২০০ টাকা (র/নং ২৩৮); শ্রীগৌতম ঘটক — ১০০০ টাকা (র/নং ২৩৯); শ্রীকাশীনাথ ঘোষ ও শ্রীমতী মঞ্জু ঘোষ — ১০০০ টাকা (র/নং ২৪০); শ্রীমতী শুক্লা মিত্র (প্রথম দৌহিত্রী শ্রীমতী হীরা কেট্‌লীন মিত্র-হ্যারিসের দেড় বছর বয়সে প্রথম ভারতে আসা উপলক্ষে — ৫০০ টাকা (র/নং ২৩২);

আনন্দমেলা (২০১৩) ফণ্ড ঃ শ্রীমতী অদিতি ব্যানার্জী (শ্রীমতী সুনন্দা দাসের স্টলে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বাবদ) — ৩৫০০ টাকা (র/নং ১৬৭৫) এবং (শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্তর খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বাবদ) — ৩০০ টাকা (র/নং ১৬৮১)

১৮৩ তম মাঘোৎসব স্মারকগ্রন্থ বিজ্ঞাপন ঃ A Well Wisher (ord. half page) — Rs. 1000/- (R/No. 1679)\A well wisher (ord. half page) – Rs. 1000/- (R/No. 1680)

সংযোজন ঃ বিগত ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সম্মিলন বার্তায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার বিভাগে মুদ্রিত ললিতা রায় মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফণ্ডে সংযোজিত ৫০০ টাকা (র/নং ১৬০৫) শ্রীমতী শুক্লা মিত্রর পিতামাতা প্রয়াত সরোজরঞ্জন রায় ও প্রয়াতা ললিতা রায় পিতামহ ও পিতামহী প্রয়াত প্রমোদরঞ্জন রায় ও প্রয়াতা সুরমা রায়, মাতামহ ও মাতামহী প্রয়াত কিরণনাথ চক্রবর্তী ও প্রয়াতা পুষ্পলতা চক্রবর্তীর স্মৃতিতে এবং প্রথম দৌহিত্রী শ্রীমতী/শ্রীমান রয়োনা ও কলিনের প্রথম কন্যা শ্রীমতী হীরা কেট্‌লীন মিত্র হ্যারিসের জন্ম ও ভারতে আসার উপলক্ষে পূর্বপুরুষের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনায় প্রদান করেছেন।

এই সকল সহৃদয় দান ও সাহায্যের জন্য আমরা সকল দাতাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সকল দান সার্থক হোক।

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.